# আরাকানের মজলুম মানবতার আহাজারি শোনার কি কেউ নেই?

**“আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।” [সুরা নিসাঃ ৭৫]**

আমরা ফিলিস্তিনের, ইরাকের এবং আফগানিস্তানের ইস্যুগুলো নিয়ে প্রচুর কথা বলি যারা কমপক্ষে নিজের গায়ে বোমা বেঁধে শত্রুকে ঘায়েল করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু দেখুন আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের অবস্থা যাদের এইটুকুও অধিকারও নেই যে যখন তাদেরকে জবাই করা হয় তখন তারা চিৎকার করে কাঁদবে।

আরাকানের রিপোর্টঃ

বিগত ২ সেপ্টেম্বার (২০০৭) শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রামাদান। আমাদের দেশের মত আরাকানেও শুরু হয়েছে ইবাদাত-বান্দেগীর এই বিশেষ মাস। আমারা যথারীতি তারাবীহ ও সাহরীর মাধ্যমে রামাদানের সূচনা করলেও তা পারেনি মিয়ানমারের সামরিক জান্তার কবলে নিস্পেসিত আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়। ৩ সেপ্টেম্বারের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ, রামাদান শুরুর ৪ দিন আগে আরাকান রাজ্যের মংডু থানার রেঅংসুং গ্রামের সৈয়দ আমীনের পুত্র মুহাম্মাদ রিদ্‌ওয়ানকে নাসাকা বাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করে ডেকিবুনিয়া ঘাঁটিতে নিয়ে সারারাত অমানুষিক নির্যাতন করে। তার চোখে মুখে গরম পানি ঢেলে তার মুখ ঝলসে দেয়। প্লাস দিয়ে নখ উপড়ে ফেলে এবং বার্মার বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে সম্পর্ক থাকার কথা স্বীকার করাতে ব্যর্থ হয়ে তার জিহবা কেটে ফেলে! বর্তমানে (২০০৭ এ এই রিপোর্ট প্রকাশের সময়) নির্যাতিত রিদ্‌ওয়ান হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। মানবাধিকার সংগঠন বার্মা সেন্ট্রাল লেদারল্যান্ড (বিসিএল) এর প্রকাশিত আরাকানের মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি ম্যাগাজিন রিদ্‌ওয়ানের কাছে পাওয়া গেছে, এই ছিল তার অপরাধ।

উল্ল্যেখ্য, রিদ্‌ওয়ান মাদ্রাসা শিক্ষিত। এ কারণে নাসাকাদের সন্দেহের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আলেম-ওলামা, ইমাম- মুয়াজ্জিন, এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতরা এর ফলে গা ঢাকা দেয়। পাশাপাশি গ্রেপ্তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে সাধারণ মুসল্লিদের মাঝেও। আর এ কারণে আরকানস্থ রেওংচুং, ডেকিবুনিয়া, তুমব্রু, কুমিরখালি এবং নাকফুরা এলাকার মসজিদগুলো হয়ে পরে মুসল্লিশুন্য। অর্থাৎ এই মহিমান্বিত মাসেও তারা শান্তিতে আল্লাহর এবাদত করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধু নাসাকাদের অমানবিক অপততপরতায়।

অনুরুপ গত ২৫ জুলাই নাসাকার সদস্যরা স্থানীয় বুচিদং থানার জাদিটং গ্রামের দুই মহিলাকে ধর্শনের পর স্তন ও গুপ্তাঙ্গ ছোরা দিয়ে কেটে দেয়। একই দিন খান্দং গ্রামের রহিমুল্লাহ্র দুই মেয়েকে নিয়ে যায় এবং পরদিন

সকালে বাড়ির উঠানে তার লাশ রেখে যায়।

সুত্রে আর জানা যায়, ২২ এপ্রিল মংডু টাউনশিপ নেম্রে নং-২ এর অধিনস্থ (কামংচির) মির্জা আলী পাড়ার বাসিন্দা নুর আলমের পুত্র সুলতান (৩০), ইলিয়াছের পুত্র কাদের হোসাইন (৩৫) ও মাওলানা আব্দুস সালামসহ (৩৫) আরো কয়েক বাসিন্দাকে (টাক্কাঞ্ঝা) অনুমতি পত্র ছাড়া অন্য গ্রামে রাত যাপনের অভিযোগে এম আই মিলিটারি ইনটেলিজেন্ট এর নেতৃত্বে নাসাকা বাহিনী গভির রাতে হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যায়, এবং নেম্রে নং-২ এর (বমুর) মেজরের কাছে সপর্দ করে। সেখানে চার দিন তাদের উপর চলে নানা পাশবিক নির্যাতন, উত্তপ্ত আগুনের ছেঁকা, গরম পানি বর্ষণ, প্লাস দিয়ে দাত উপরে ফেলা ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

বেদম প্রহারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে মেডিসিনের মাধ্যমে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবারও একই কায়দায় স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয় বলে তাদের আত্মীয় স্বজনের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জনপ্রতি ১০ লাখ টাকায় মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের মধ্যে তিনজনকে মুক্তিপণ দেয়া হলেও মাওলানা আব্দুস সালামের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা কেউ বলতে পারছে না। তার কিছু দিন পর মংডু থানার বৃদ্ধ হাশেম আলি রাতের বেলায় মারা গেলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে তার আত্মীয়স্বজনরা তড়িঘড়ি করে লাশ দেখতে আসে। পাস না নিয়ে আসার কারণে লাশ আকরে ধরে কান্নারত লোকগুলোকে নাসাকা বাহিনী স্থানীয় ৫ নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে সারারাত নির্যাতন চালায়। সকালে জনপ্রতি ৫ লাখ টাকা করে জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেলেও লাশ দেখা তাদের কপালে জোটে নি।

মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো প্রায় প্রতিদিন ঘটছে, কিন্তু প্রতিবাদ করার মত শক্তিটুকুও তাদের নেই। প্রতিবাদ তো দুরের কথা, তাদের এই নির্যাতনের কাহিনীগুলো প্রকাশ হওয়ার সুযোগও ঐ যালিমরা দেয় না। আজকের এই তাজা খবরগুলো আমাদের দেশের একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদক নিয়েছেন আরাকান থেকে পার্শ্ববর্তী টেকনাফে পালিয়ে আসা এক পরিবার থেকে।

এছাড়াও মুসলমান মেয়েদের পর্দা করে ঘরের বাইরে হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মগ মেয়েদের মত মুসলিম মেয়েদের চুল ছোট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গ্রাম্য অমানুষ মোড়লদের। এরপর তারা বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পরে মুসলমান মেয়েদের ওপর। কোন মুসলমান মেয়েকে বোরকা পরা দেখলে জোরপূর্বক তা খুলে চলতে বাধ্য করে।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। দু’মেয়ে রাস্তা দিয়ে বোরকা পরা অবস্থায় তাদের আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। গ্রামর এক মোড়ল দেখে তাদের বোরকা ছিড়ে ফেলে। এ ঘটনায় তাদের বাবা (৭০/৭৫ বয়সী আব্দুর রশিদ) প্রতিবাদ করে। মোড়ল তাকে এর জন্য শায়েস্তা করার হুমকি দেয়। এক ঘন্টার মাথায় তাকে সেনা ক্যাম্পে তলব করা

হয়। নানান মিথ্যা অজুহাতে তাকে অভিযুক্ত করা হলে সে সব অস্বীকার করে। এবার শুরু হয় কঠিন ও অমানুষিক নির্যাতন। পরে গ্রামের লোকজন অর্থদণ্ড দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। কিছুদিন পর বৃদ্ধ তার এই দু'মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রয়োজনে পাত্র দেখতে থাকেন, একদিন মগের দুই যুবক এসে তার মেয়েদের বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে সেনা ক্যাম্পে ডাকা হয়। ক্যাম্প প্রধান তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনা স্বীকার করে বলেন, আমাদের ধর্মে অমুসলমানদের সাথে বিয়ে-শাদির অনুমোদন নেই, প্রতি উত্তরে নাসাকার অফিসার তাকে বলেন, কুরানের যে পাতায় এ আইন আছে তা ছিড়ে ফেলে দিয়ে অতি সত্বর এই যুবকদের কাছে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়েদের বাবা তা আবারও প্রত্যাখ্যান করলে সে উত্তেজিত হয়ে তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। কিছুক্ষণ পর ঐ কুলাঙ্গার ঠাণ্ডা মাথার ভান করে মেয়ের বাবাকে বলে তবে এক শর্তে ঐ যুবকদ্বয়ের কাছে বিয়ে না দিতে পার। আর তাহলো তোমার একজন মেয়েকে আমার কাছে এক সপ্তাহের জন্য এখানে এনে রেখে যাবে। বৃদ্ধ আব্দুর রশিদের গায়ে একথা শুনামাত্র আগুন ধরে যায়, হাতের কাছে একটা পেপার ওয়েট পেয়ে সাথে সাথে তার গালে ছুড়ে মারে। এতে তার সামনের দুটো দাঁত পরে যায়। এরপর সে চরম উত্তেজনাবশতঃ সৈন্য ডেকে বৃদ্ধ আব্দুর রাশিদকে তার মাদ্রাসায় নিয়ে পায়ের দিক থেকে উলটোভাবে লটকিয়ে পিটাতে থাকে এবং ক্ষতবিক্ষত করে। এক পর্যায় সে বেহুশ হয়ে যায়, অনেক পর হুশ আসলে সে দেখে আরও করুণ কাহিনী; তার আদরের দুই দুলালীকে মাঠে বিবস্ত্র অবস্থায় রেখে...।

একেকবার মেয়েদের আত্মচিৎকারে আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এক সময় বৃদ্ধ দেখতে পান তার আদরের কন্যারা আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন। কলজেফাটা চিৎকার দিয়ে আরেকবার বেহুশ হলেন তিনি। দ্বিতীয়বার যখন হুশ আসে, তখন দেখেন বেলা যায় যায় অবস্থা। তাকে বলা হল, এবার তোমার ছুটি। বাড়ি যেতে পার। বাড়ি গিয়ে দেখেন, আগুনে পুরে ছাই হয়ে আছে তার পুরো বাড়ি। সেই পোড়া বাড়ির সামনেই উপুড় হয়ে পরে আছে তার একমাত্র জীবন সঙ্গিনীর লাশ। প্রতিবেশীরা জানান, নাসাকার গুণ্ডারা মেয়েদের ধরে নিতে আসলে মেয়েদের মা তাদের বাধা দিলে তাকে গুলি করে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হয়। এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় বৃদ্ধ আব্দুর রশিদের জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা। এ রকম কত ঘটনার সাক্ষী হিসেবে নির্বাক এবং স্থির হয়ে আছে আরাকানের মাটি তা গণনা করার সুযোগ কারো নেই। কারণ সেখানকার আলো, বাতাস সব বন্দি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল থেকে। সংবাদকর্মীদের হাত পা বাধা; সব জায়গায় তাদের যেতে দেয়া হয় না। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা বা তার কর্মীরাও আজ সেই জালেম জান্তার জানি দুশমনে পরিণত। না হয় তাদের একটা ম্যাগাজিন রাখার অপরাধে মংডু থানার রিদোয়ান আজ এমন বর্বরোচিত নির্যাতনের স্বীকার হতো না। এভাবে নিঃশেষ হতো না নিজের ধর্ম ও মান-ইজ্জতে আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণে আব্দুর রাশিদের স্ত্রী ও মেয়েরা। আরাকানের বাইরের লোকদের আমরা এই নির্মমতার কিছুই জানি না। আমরা শুধু এটুকু জানি, কিছু দিন পর পর আরাকানের নিরীহ, নিগৃহীত বাসিন্দারা দলে দলে নিজের বাপ-দাদার ভিটে-বাড়ি চিরতরে ছেড়ে

দিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিতে আসে। কেন, কি অপরাধ তাদের? মগ, রাখাইনসহ অন্যান্য জাতি যদি সেদেশে বসবাস করতে পারে তাহলে ইতিহাসের দাবি অনুযায়ী তারা সেখানে প্রকৃত বাসিন্দা হয়েও কেন থাকতে পারবে না? এই প্রশ্ন আজ বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের কাছে রইল।

যুগ যুগ ধরে এখানকার মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে, কেন বা কি জন্য হচ্ছে- এ খোজ নেয়ার মত যেন কেউ নেই। অথচ বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান। তেল, গ্যাস এবং সোনাসহ অগণিত খনিজ সম্পদ তাদের হাতে। সারাবিশ্বের তেল সরবরাহকারী দেশের মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম রাষ্ট্র। এত কিছুর পরেও বিশ্বব্যাপী এত অত্যাচার তাদের উপর হচ্ছে, টু শব্দ করার তারা সাহস পায় না। মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসিরও এই নির্যাতিত মানুষগুলোর ব্যাপারে কার্যকর কোন চিন্তা নেই। মাঝে মাঝে কিছু নিন্দা বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই শুনা যায় না তাদের থেকে। বর্তমান বিশ্বে অভিভাবকের নামে মোড়লিপনার দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘ। মার্কিনিদের স্বার্থ আর ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী যে কোন কাজে এই সংস্থাটি ব্যবহার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। না হয় পূর্ব তিমুরকে মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথক করে দেয়া হলেও কাশ্মীরের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া নেই তাদের। অথচ দশকের পর দশক ধরে তাদের রক্ত ঝরছে। যে পরিস্থিতির স্বীকার মিন্দানাও এবং আরাকান।

বর্তমানে বাংলাদেশ এবং বার্মা সীমান্ত দিয়ে আরাকানি মুসলমানদের যে হারে অনুপ্রবেশ তা ঠেকিয়ে রাখাই বড় মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন বিডিয়ারকে তাদের পুশব্যাক করতে শুনা যায়, তবুও বন্ধ করা যায় না। বন্ধও বা কিভাবে করা যায়। যাদের কাছে নিজের দেশে বসবাস করা হয়ে গেছে জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। আর বেচে থাকার জন্য মানুষ যে কোন বাধা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে, এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামের এমন কোন থানা নেই যেখানে আরাকানি দু'এক উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস না করছে। আর দক্ষিণ চট্টগ্রামের অবস্থা তো হিসেব করাও মুশকিল। নিজের লেখাপড়া এবং সংবাদপত্রে কাজ করার কারণে চট্টগ্রামে ৮ বছর অবস্থান করার অভিজ্ঞতা থেকে এ ধারনাটুকু নিয়েছি। চট্টগ্রামের অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসায় এই অসহায় আরাকানি ছাত্রদের লেখাপড়ার চিত্র দেখলেও তা সহজে বুঝে আসার কথা। আরাকানি মুসলমানদের ওপর এই নির্যাতন শুধু আজ নয়, সেখানে যখন তখন যে কাউকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে নির্যাতন, বিনা মজুরিতে শ্রম খাটানো, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে কড়াকড়ি, ধর্মীয় আচার – অনুষ্ঠান পালনে বিধি – নিষেধ আরোপ, মুসলিম পল্লি তুলে দিয়ে সেখানে রাখাইন বস্তি স্থাপন, যেভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদিরা মুসলমানদের বিতাড়িত করে ইহুদি বসতি তৈরি করে ঠিক একই কায়দায়। মনে হয় এই দু'দেশ এসব যুক্তি করেই করছে। দুঃখের বিষয় হল ফিলিস্তিনে মুসলমানরা জীবন দিয়ে হলেও জালেমদের বিরুদ্ধে লড়তে পারছে; তাদের জান-কোরবান কিছু যুবক/যুবতি আছে, কিন্তু এই দুর্ভাগা আরাকানিরা তাও পারছে না। ফিলিস্তিনের বিষয়গুলো মিডিয়ায় প্রচার হয়। আলোচনায় আসে। আরাকানের মুসলমানদের দুঃখের কথা এর একশ ভাগের এক ভাগও মিডিয়ায় প্রচার হয় না। এদিকে যে কোন সময় এই রাখাইনরা আরাকানি মুসলমানদের গ্রামের

ক্ষেতের ফসল, হাস, মুরগি গরু, ছাগল, ইত্যাদি নিয়ে যায়। প্রশাসনের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করলে 'তারা তো তোমাদের মেহমান' বলে তাড়িয়ে দেয়'। মসজিদ, মাদ্রাসা, এবং কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে মন্দির, প্যাগোডা ও নাসাকার ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি অব্যাহত আছে। এমন পরিস্থিতিই তাদের নিত্যদিনের সাথি। অর্থাৎ আজ তারা নিজ দেশেও পরদেশি।

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের পর থেকে আরাকান রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে বিতারনের জন্য এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারপর থেকে প্রায়শ তাদেরকে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি ধ্বংস জায়গা জমি বাজেয়াপ্তকরণ, নানা ধরণের চাঁদাবাজি এবং স্বেচ্ছাচারী কর আদায়ের শিকার হচ্ছে। এমনকি সেখানকার মুসলমানদের বিয়ে-শাদিতে পর্যন্ত শর্তারোপ করে দেয়া হয়েছে। একই দেশে মুসলমানরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য বা বেচাকেনায় অংশ নিতে হলে তাদের পাশ নিতে বাধ্য করা হয়। এ পাশ নিতে তাদের যে টাকা ব্যয় হয়, বেচাকেনার লভ্যাংশ দিয়ে তা মটেও সেরে ওঠে না। এ রকম হাজার সমস্যায় তাদের ভুগতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এক গবেষণায় দেখা যায় এ পর্যন্ত আরাকানিরা বিভিন্ন সময়ের অমানুষিক নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে ২৫ বার আশ্রয় নেয়। উল্লেখ্য, এসব গবেষণার অধিকাংশই নির্ভর করে যখন উদ্বাস্তু সমস্যাটা সিমাহীনভাবে দেখা দেয় তার ওপর। এছাড়া সারা বছরের প্রায় প্রতিদিন যেভাবে দু'তিন পরিবার করে আসতে থাকে তা হিসেবেই ধরা হয় না। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Malcom John-Gi Political history of India সুত্রে জানা যায়, বর্মি বাহিনীর অত্যাচার ও নৃশংসতা এত মারাত্মক ছিল যে, বাংলাদেশে একবার আরাকানি উদ্বাস্তুরা ঘোষণা করেছিল 'আমরা আরাকানে ফিরে যাব না। আপনারা যদি এখানে আমাদের হত্যা করেন তাহলে আমরা মরতে রাজি, যদি আমাদের তাড়িয়ে দেন আমরা বন্য পশুর মত বাসস্থান-বনজঙ্গল ও বিশাল পাহারগুলোর মধ্যে আশ্রয় নেব'।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে নাগামিন ড্রাগন অপারেশন নামে আরাকানি মুসলমানদের ওপর যে দমনাভিযান চালানো হয় তার ফলে কয়েক লাখ আরাকানি বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং মিয়ানমার সামরিক জান্তার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মধ্যে শরণার্থীদের ফেরত নিলেও দমন নিপীড়ন কিন্তু একটুও বন্ধ ছিল না। বরং এর মাত্রা আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ১৯৮২ সালে আরাকানে বসবাসরত সকল মুসলিম নাগরিকদের বাতিল করা হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, রাখাইন প্রদেশ ঐতিহাসিকভাবে আরাকান নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালের সংবিধানের অধীনে সাতটি জাতিগত সংখ্যালঘু প্রদেশের একটি। এছাড়া ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ অনুসারে মুসলমানরাই হল

আরাকানের বৈধ নাগরিক। বর্মিরা নয়। অথচ আজ তারাই মুসলমানদের বহিরাগত এবং অবৈধ বলে আখ্যায়িত করছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে অমানবিক নির্যাতন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যাম্নেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর এক রিপোর্টে বলেছে, এই দেশটিতে সংখ্যালঘুরা নানা রকমের বাধ্যবাধকতা এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার। এই মানবাধিকার সংগঠন মিয়ানমারের মুসলমানদের ওপর ৩৭ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে তাদের জীবনযাপনে প্রতিদিনের নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছে। অ্যাম্নেস্টির এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের চলাফেরার স্বাধীনতা মিয়ানমারে কঠোরভাবে সীমিত। প্রায়শই বল প্রয়োগে এদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা হয়। জায়গা জমি বাজেয়াপ্ত করণ, নানা ধরণের চাঁদাবাজি এবং ইচ্ছে মত কর আদায় করা হয়। বিয়ে-শাদিতে বিধি নিষেধ এবং রাস্তাঘাট ও ক্যাম্পে জোরপূর্বক বিনা মজুরিতে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিকন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের কার্যত মিয়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করায় তারা রাজ্যহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

অ্যামনেস্টি মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর আরোপিত কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক নাগরিক আইন বাতিলের আহবান জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক এই সংগঠন ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে শরণার্থী গমনের পরপরই এসব বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে আসছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে শরণার্থী গমন অব্যাহত থাকলে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে তারা এ রিপোর্টগুলো প্রকাশ করছে। প্রতিটি রিপোর্টেই মুসলমানদের ওপর মিয়ানমারের সামরিক জান্তার অত্যাচারের করুন চিত্র ফুতে উঠেছে। কিন্তু এর প্রতিকার কি, কিংবা কতকাল এভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হবে আরাকানি মুসলমানদের সেই প্রশ্নই বিশ্বাসীর কাছে, বিশেষ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে। ( বান্দা রেজা- হতে সংগৃহীত)

মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সৃষ্ট সা¤প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হচ্ছে। সরকারের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর হাতে প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে মুসলিম রোহিঙ্গা যুবক যুবতী, আবালবৃদ্ধবনিতা। রাখাইন যুবকদের হাতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মুসলিম যুবতীরা। দেশটির নাসাকা ও রাখাইন যুবকরা মিলে রোহিঙ্গা মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। গোটা মিয়নমার সামরিক প্রশাসন একতরফা মুসলমানদের উপর দমন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে তারা একযোগে চালাচ্ছে লুটতরাজ, মসজিদ ও বসতভিটাতে অগ্নিসংযোগ। অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম সহায়সম্পদ হারিয়ে পাহাড়ের গুহায় অবস্থান নিয়েছে। মুসলমানদের রক্তস্রোতে ভাসছে পুরো আরাকানরাজ্য। অসহায় শিশু, কিশোর, মজলুম মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। দেশটির নাসাকা রাখাইন (মগ) কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিমরা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ,

লুটতরাজ, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রেখেছে। এদিকে নিজেদের বা-তুভিটা হারিয়ে শতাধিক রোহিঙ্গা মুসলমান সপরিবারে ৬-৭ টি ট্রলারযোগে বাংলাদেশ পাড়ি দেয়ার প্রক্কালে মিয়ানমান নৌবাহিনী সমুদ্র টহলকালে দুটি ট্রলার সেন্টমার্টিনের ছেরাদ্বীপের অদূরে তাদের হাতে ধরা পড়ে। মিয়ানমার নৌবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ট্রলার দুটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে মহিলা ও শিশুসহ শতাধিক মানুষের সলিল সমাধি ঘটে এবং হাইনখালীতে ৫/৬ টি লাশ সাগরে ভাসছে বলে জানা গেছে।

মিয়ানমারের জাšতা সরকার আরাকান রাজ্যেসাম্প্রদায়ি ক দাঙ্গা দমনের নামে সেনাবাহিনী পাঠালেও তারা মুলত মুসলিম দমনে রাখাইনদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক রাখাইনদের খাদ্য ও রেশনসহ সার্বিক সহযোগিতা করছে অথচ মুসলিমরা অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেক পরিবারে শিশু ও নারীরা ক্ষুধার যšত্রনায় কাঁদছে। মংডুসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে রাখাইনদের ও নাসাকা ও পুলিশের অত্যাচর সহ্য করতে না পেরে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে অনেকে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

তারা মুসলমাদের হত্যা করে মাথা ন্যাড়া করে লাল কাপড় জড়িয়ে ছবি তুলে উল্টো অপপ্রচার চালাচ্ছে যে মুসলিমরা বৌদ্ধ ভিভুদের হত্যা করেছে।

ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী। শত শত বছর ধরে তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। এই উপমহাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্ব প্রথম যে ক'টি এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে, আরাকান তথা বর্তমান রাখাইন প্রদেশ তার অন্যতম। রোহিঙ্গারা সেই আরকানী মুসলমানদের বংশধর। এক সময় আরাকানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৩০ সালে প্রতিষ্টিত মুসলিম শাসন দু'শ বছরিরও অধিককাল স্থায়ী হয়। ১৬৩১ থেকে ১৬৩৫ সাল পর্যšত আরাকানে মারাতœক দুর্ভিক্ষ হয়। এরপর মুসলিম শাসনের অবসাল ঘটে। ১৬৬০ সালে আরাকান রাজা সান্দথুধম্মা নিজ রাজ্যে আশ্রিত মোগল শাহজাদা সুজাকে সপরিবারে হত্যা করেন। এরপর শুরু হয় মুসলমানদের ওপর তার নিপীড়ন ও নির্যাতন। প্রায় সাড়ে তিন শ বছর মুসলমানদের এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। ১৭৮০ সালে বর্মী রাজা বোধাপোয়া আরাকান দখল করে নেন। তিনিও ছিলেন ঘোর মুসলিম বি™েবষী। বর্মী রাজা ঢালাও ভাবে মুসলমানদের হত্যা করেন। ১৮২৮ সালে বার্মা ইংরেজদের দখলে গেলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। তবে ১৯৩৭ সালে বার্মার স্বায়ত্বশাসন লাভের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক রুপ নেয় এবং অšতত ৩০ লাক্ষ মুসলমান মারা যায়। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীন দেশের সরকার আজ পর্যšত তাদের নাগরিক ও মানবিক অধিকার দেয়নি। অত্যাচার নির্যাতন ও বিতাড়নের মুখে বহু রোহিঙ্গা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরা বিশ্বের রাষ্ট্রহীন নাগরিক। ১৯৮২ সালে সে দেশের সরকার যে নাগরিকত্ব আইন করেছে, তাতে তিন ধরনের নাগরিকের কথা

বলা হয়েছে। এর কোনটির মধ্যেই রোহিঙ্গারা নেই। সরকারীভাবে তাদের সে দেশে বসবাসকারী হিসাবে উলে-খ করা হয়েছে। কারণ, মিয়ানমারের অন্য স্থানে তারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া যেতে পারে না। এক সময় আরাকান মুসলমান প্রধান ছিল, এখন সেখানে রাখাইন বসতি বাড়িয়ে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে।

নির্যাতিত মুসলমানরা আমাদের কাছে আশ্রয় চাইতেও এসে জায়গা পাবেনা, এইটা বড় অমানবিক। আমাদের সীমান্তে তাদের প্রবেশের ও আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত, মায়ানমার সরকারের উপর চাপ দেওয়ার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো উচিত। বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য দেশ, মুসলিম প্রধান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী� � প্রতি অনুরোধ আপনারাও তো মুসলিম, শত শত মুসলিম ভাইরা তাদের দেশে সব কিছু হারিয়ে, শেষ আশ্রয় চাচ্ছেন আপনাদের কাছে, তাদের সাহায্য করুন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও তো জীবন বাঁচাতে আমাদের দেশের সীমানা পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কয়দিন আগে তুরস্ক কয়দিন আগে সিরিয়ার মানুষদের জন্য সীমান্ত পুরোপুরি খুলে দিয়েছে। মানবিক বিবেচনা করে হলেও তাদেরকে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করা উচিত।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দেশটি থেকে পুরোপুরি উচ্ছেদের জন্য ১৯৪২ সালের মতো ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাখাইন বৌদ্ধদের হামলায় বেশ কয়েকজন মুসলিম নিহত হয়েছেন। কোনো কোনো সূত্র নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে বলেও জানানো হচ্ছে। পাঁচটি মসজিদসহ ৩০টি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলিম দমনে শুধু রাখাইনরাই নয়, পুলিশ ও নাসাকা নিরাপত্তা বাহিনীও অভিযানে অংশ নিচ্ছে।

অব্যাহত উসকানি চালানোর পরে ৩ জুন রোহিঙ্গাদের ওপর বড় ধরনের হামলা চালানো হয়। ওই দিন দাঙ্গাবাজেরা তোনগতে একটি বাস থামিয়ে ১১ জনকে হত্যা করে। ৩০০ রাখাইন বৌদ্ধ ওই হামলায় অংশ নেয়। হত্যাকারীদের অনেকের কাছে সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত যোগাযোগ সরঞ্জাম ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে অভিযোগ করেছেন। মিয়ানমারের মিডিয়ায় এই ঘটনাকে সমর্থন করা হয়। অনেকে ফেসবুকে হত্যাকাণ্ডকে উসকে দিতে থাকে। কেউ কেউ এমনও বলে যে, আরাকানে মুসলমান নারীদের ধর্ষণ বা হত্যা করা হলে অর্থ পুরস্কার দেয়া হবে।

২০১১ সাল থেকেই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তাদের প্রায়ই রোহিঙ্গা, বার্মিজ মুসলমান, কালার, মুসলিম গোষ্ঠী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতে থাকে। উপনির্বাচনে অং সান সু চির জয়ের পর থেকে রোহিঙ্গাবিরোধী তৎপরতা বাড়তে থাকে। সু চির জয়ের দুই সপ্তাহ পরে কচিন রাজ্যের হপাকান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। মধ্য বার্মার মগবি অঞ্চলে দাঙ্গাবাজরা আরেকটি মসজিদ গুঁড়িয়ে

দেয় এবং স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি লুটপাট করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এসব দাঙ্গাবাজকে থামানোর কোনো চেষ্টাই করেনি।

আরাকানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরও পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শান্ত হচ্ছে না আরাকান প্রদেশ। গতকাল আরাকানের রাজধানী সিটওয়ের (আকিয়াব) পাঁচটি গ্রামে মুসলমানদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সেখানে রোববার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত সহিংসতায় শতাধিক মুসলমান নিহত হয়েছেন। মংডু শহরে কর্মরত জাতিসঙ্ঘ উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশনের অফিসসহ সাতটি সাহায্য সংস্থার অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্য সংস্থার প্রায় ১৬ জন কর্মকর্তা মংডু ছেড়ে চলে গেছেন। এ দিকে গতকাল সেন্টমার্টিন ও শাহপরীর দ্বীপ উপকূলে আশ্রয় নিতে আসা দুই শতাধিক আরাকানি মুসলমানকে পুশব্যাক করেছে বিজিবি-কোস্টগার্ড। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মুসলমানেরা হয় না খেয়ে মারা যাবে অথবা যেন আরাকান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এমনই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে সে দেশের একাধিক ব্যক্তি টেলিফোনে জানিয়েছেন।

এ দিকে চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে আরাকানের মুসলমানেরা। খাদ্য ও চিকিৎসার অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে শতাধিক আরাকানি মুসলমান (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে চলে এসেছে। তবে বিজিবি কোস্টগার্ড কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

সেন্টমার্টিনের চেয়ারম্যান নুরুল আমিন কোস্টগার্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, গতকাল চারটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে শতাধিক আরাকানি মুসলমান সেন্টমার্টিনে উঠার চেষ্টা করলে তাদের সাথে সাথে পুশব্যাক করা হয়। অপর দিকে বিকেলে দু'টি ইঞ্জিন নৌকায় করে আসা ৮৬ জনকে শাহপরীর দ্বীপ উপকূল থেকে পুশব্যাক করা হয় বলে জানিয়েছেন কোস্টগার্ডের প্যাটি অফিসার মোহাম্মদ ওবায়দুল হক।

আরাকান রাজ্যজুড়ে মুসলমানদের ওপর ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। মিয়ানমার মংডুতে আটকে পড়া ৫৫ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৩৯ জন ফিরে আসা ব্যাবসায়ীরা জানান, মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গায় আরাকানের সহস্রাধিক বসতবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। দাঙ্গায় নিহত হয়েছে শতাধিক। মিয়ানমারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আহত হয়েছে তিন শতাধিক রোহিঙ্গা। মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার পর ওই সব গ্রামের মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গ্রামবাসীরা আগুন থেকে বের হতে গিয়ে হামলার শিকার হচ্ছে। অনেক গ্রামের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন যাপন করছেন। আকিয়াব বিমানবন্দরের পাশের শফি খান মসজিদসহ অন্তত ছয়টি মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে রাখাইনেরা। মংডু শহরেও মুসলমানদের কয়েক শ' দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে রাখাইনেরা।

রোহিঙ্গা ভর্তি ট্রলার : এ দিকে মিয়ানমারের আরকানে জাতিগত দাঙ্গায় গৃহহারা বিপুল রোহিঙ্গা ভর্তি বেশ কয়েকটি ট্রলার নাফ নদীর মোহনায় এসেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এরকম একটি ট্রলার শাহপরীর দ্বীপের জেটি ঘাটে ভিড়তে চাইলে টহলরত বিজিবি এবং কোস্টগার্ডের সদস্যরা ট্রলারটি আটক করে রাখে। বিজিবি সদস্যরা ওই ট্রলার থেকে কোনো রোহিঙ্গা তীরে উঠতে দেয়নি। ওই ট্রলারে ৩০-৩৫ জনের মতো রোহিঙ্গা রয়েছে যাদের অধিকাংশ জাতিগত দাঙ্গায় গুরুতর আহত বলে জানিয়েছে।

বিজিবি সদস্যরা জানিয়েছেন, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আটটি ট্রলার নাফ নদী অতিক্রম করে শাহপরীর দ্বীপের বিভিন্ন পয়েন্টে ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিজিবি সদস্যরা এসব ট্রলার ধাওয়া করে সীমান্তে প্রবেশ করতে দেয়নি। স্থানীয় জেলেরা জানিয়েছেন, মানুষ ভর্তি অনেক ট্রলার নাফ নদীর বিভিন্ন মোহনায় ভাসতে দেখা গেছে। অপর দিকে সেন্টমার্টিন উপকূলেও রোহিঙ্গা লোকজন ভর্তি চারটি ট্রলার বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করতে চাইলে কোস্টগার্ডের টহল যান তাদের তাড়া করে।

আর আজ যেসব রোহিঙ্গারা সাহায্যের জন্য এসেছে, তারা তো আমাদের মুসলমান ভাই। তাই তাদের এই বিপদে আশ্রয় দেওয়া আমাদের জন্য মানবিক দায়িত্ব।

## আরাকান সম্পর্কে আপডেট নিউজ পেতে নিচের লিংকে ভিসিট করুনঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66